OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 96
Website: https://tirj.org.in, Page No. 859 - 862
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 859 - 862
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

প্রাচীন কৃষিব্যবস্থার স্বরূপ : বৈদিক আঙ্গিকে

ড. শম্পা দাস
সহকারী অধ্যাপিকা, সংস্কৃত বিভাগ
সুশীল কর কলেজ, চম্পাহাটী, দক্ষিণ ২৪ পরগণা
Email ID : shampadasju@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
Veda, Agriculture, Ancient society, Crops, Food, Tillage, Watering, Agricultural industry and policy.

Abstract
Veda is the fountainhead of Indian wisdom. The Vedic literature upholds a panoramic view of ancient Indian society and culture. It is noteworthy that the Vedic scriptures unequivocally established agriculture as the backbone of ancient India's socioeconomic structure. The Vedic seers shed light upon the various aspects of the ancient Indian agricultural system. Preparing the soil, means and methods of tilling, techniques for watering, and guarding ripened crops— all these significant dimensions have been explained by our venerable ancestors. It is fascinating to observe that they engaged in discussions pertaining to agricultural industries and policy. This article is a humble attempt to provide an initial sketch of these interesting facts, which often bear a striking resemblance to the agricultural practices of modern times.

Discussion

বেদ আর্যজাতির প্রাচীনতম সাহিত্যিক নিদর্শন। যেকোনো যুগের সাহিত্যই সেই সময়ের ধ্যান-ধারণার প্রতিনিধিত্ব করে। সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য না হলেও অতীত ইতিহাস পুনর্গঠনে সাহিত্যিক উপাদানের ভূমিকা অপরিহার্য। সুতরাং 'বেদ' নামক সুবিশাল সাহিত্যকর্মে তৎকালীন বিভিন্ন চিন্তাধারার নিদর্শন বিধৃত থাকাটাই স্বাভাবিক।

কৃষি ও পশুপালন ছিল বৈদিক সভ্যতার দুই প্রধান ভিত্তি। বৈদিক যুগের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা এই দুইয়ের ওপরেই বহুলাংশে নির্ভরশীল ছিল। আবার এই দুটি বিষয়ই পরস্পর পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল। সামাজিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক এবং সর্বোপরি নিত্য-নৈমিত্তিক চাহিদার খাতিরেই কৃষিব্যবস্থার ক্রমোন্নতির প্রয়োজন ছিল। কারণ কৃষিজাত শস্যই ছিল প্রধান খাদ্য। আবার তুলা থেকে সুতো তৈরি, বস্ত্রে অলঙ্করণ, পশমের কাজ, ঝুড়ি নির্মাণ, রজ্জু তৈরির মতো বিখ্যাত শিল্পকর্মগুলিও কৃষিজাত পণ্যনির্ভর ছিল। অতএব অধিক উৎপাদনের জন্য প্রয়োজন ছিল উন্নত কৃষিপদ্ধতির। যুগের চাহিদা অলঙ্ঘনীয়। তাই বৈদিক সাহিত্য অনুসন্ধান করলে বৈদিক ভারতের কৃষিপদ্ধতি ও ব্যবস্থাপনার একটি সুচারু ও স্পষ্ট রূপরেখা সহজেই চোখে পড়ে।

ঋগ্‌বেদের (৩/৫২/৭) যুগে মানুষের উল্লেখযোগ্য খাদ্য ছিল 'ধানা' (ঘি দ্বারা ভাজা যব), 'অপূপ' (পিষ্টক) এবং 'করম্ভক' (মাখন বা দই দিয়ে মাখা ভাজা যবের চূর্ণ)। অতএব সহজেই অনুমান করা যায় একেবারে শুরুর দিকে যব-ই

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 96
Website: https://tirj.org.in, Page No. 859 - 862
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ছিল একমাত্র কৃষিজাত শস্য। ঋগ্‌বেদে বহুবার যবের উল্লেখ থাকলেও কোথাও ধানের উল্লেখ নেই। কিন্তু অথর্ববেদে (৬/১৪০/২) ধানের স্পষ্ট উল্লেখ ছাড়াও যব, মাষ ও তিলের উল্লেখ রয়েছে। পণ্ডিতদের মতে, আর্যরা যত পূর্বদিকে অগ্রসর হয়েছে ততই ধান্যক্ষেত্রের সঙ্গে তাদের পরিচয় ঘটেছে। লক্ষ্যণীয় বিষয় হল এই যে, সময়ের সাথে সাথে যুগের চাহিদা অনুসারে কৃষিজাত পণ্যের বৈচিত্র্য ক্রমশ বেড়েছে।

কৃষিকার্যের প্রাথমিক ধাপ ভূমিকর্ষণ। কর্ষণের মাধ্যমেই পতিত জমি কৃষিযোগ্য হয়। বৈদিক যুগেও ছিল একই পরম্পরা।[১] জমি কর্ষণ করা হত লাঙ্গল দ্বারা। ঋগ্‌বেদের বহু মন্ত্রে লাঙ্গলের উল্লেখ রয়েছে, যেমন — 'যবং বৃকৈণাশ্বিনা...' (১/১১৭/২১)। আবার '...কৃষতু লাঙ্গলম্' (৪/৫৭/৪) ইত্যাদি। উক্ত শাস্ত্রানুসারে লাঙ্গল টানে বলদ যাকে রজ্জু দ্বারা লাঙ্গলের সাথে বাঁধা হয়। বলদযুক্ত লাঙ্গলটি একজন পুরুষ কর্তৃক চালিত হয় যার হাতে থাকে চাবুক এবং সে বলদকে তাড়নার জন্য উঁচুস্বরে হাঁকতে থাকে। 'শুনং নঃ ফালা...' লাঙ্গলে যুক্ত থাকে লোহার ফাল। ঋষি ফালের বন্দনা করে তাকে জমির মাটি গভীর করে কর্ষণের প্রার্থনা জানিয়েছেন। মাটি গভীরভাবে কর্ষিত হলে সূর্যের কিরণ মাটির নিচে অনেক দূর প্রবেশ করতে পারবে। ফলে মাটি অধিকতর উর্বর হবে। মন্ত্রটি অতি সুন্দর—

'অবীচী সুমগে ভব সীতে বন্দামহে ত্বা।
যথা নঃ সুভগাসসি যথা নঃ সুফলাসসি।।' (ঋগ্‌বেদ, ৪/৫৭/৬)

অতএব ভূমিকর্ষণের উদ্দেশ্য আজও অপরিবর্তিত। অর্থাৎ কৃষিজমির উর্বরাশক্তি বৃদ্ধিই কর্ষণের মুখ্য উদ্দেশ্য। আবার বেদের যুগে প্রচলিত কর্ষণ পদ্ধতিটিও কিছুদিন আগে পর্যন্ত অনুসৃত হয়েছে। বর্তমানে আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার বহুলাংশে বৃদ্ধি পেলেও ভারতবর্ষের বহু গ্রামেই একই পদ্ধতিতে আজও লাঙ্গল ব্যবহার করেই ভূমি কর্ষিত হয়ে থাকে। অনেক সময় আবার যন্ত্রের দ্বারা ভূমিকর্ষণের পরেও বহুকৃষক কর্ষণের পরিপাটির জন্য বলদে টানা লাঙ্গল দ্বারা ভূমি কর্ষণ করেন। বিশেষ করে জমির আল বরাবর অংশ যন্ত্রের সীমাবদ্ধতার কারণে অনাকর্ষিত থেকে যায়। তখন ঐ প্রাচীন বৈদিক পদ্ধতিতেই অনাকর্ষিত অংশ কর্ষিত হয়।

সঠিক ও পরিপাটি কর্ষণের প্রথম ও প্রধান শর্ত হল জলের জোগান। প্রকৃতপক্ষে কৃষিপদ্ধতির প্রতিটি ধাপে প্রয়োজন অনুসারে পরিমাণ মতো জলের জোগান একান্তভাবে প্রয়োজন। বৈদিক যুগে এর যথেষ্ট ব্যবস্থা হয়েছিল। বেদের সময়ে জলসেচন অত্যন্ত পরিচিত ও উন্নত পদ্ধতি হিসেবেই বর্তমান ছিল। সেসময় দুই ধরণের জলসেচ ব্যবস্থা ছিল। একটি হল 'খনিক্রিয়া' অর্থাৎ কৃত্রিম জলসেচ প্রথা। অপরটি হল 'স্বয়ংজা' অর্থাৎ প্রাকৃতিক জলসেচ প্রথা (ঋগ্‌বেদ, ৭/৪৯/২)। এছাড়া ঋগ্‌বেদের ৩/৪৫/৩, ১০/১০১/৩-৭ প্রভৃতি মন্ত্রে জলসেচের কথা উল্লিখিত হয়েছে। কূপ (ঋগ্‌বেদ, ১০/২৫/৪), পুষ্করিণী (ঋগ্‌বেদ, ১০/১০৭/১০) ইত্যাদি খননের মাধ্যমে জল সংরক্ষণ করা হত এবং জলাভাবে প্রয়োজনে সেই জল কৃষিকার্যে ব্যবহৃত হত। চিত্তাকর্ষক বিষয় হল বৈদিকযুগে ভৌমজল উত্তোলনের পদ্ধতিও আবিষ্কৃত হয়েছিল। ঋগ্‌বেদের ১/৮৫/১০ মন্ত্রে বলা হয়েছে - মরুদ্ দেবতাগণ পৃথিবী ভেদ করে 'অবত' (নলকূপ) নামক যন্ত্র বসিয়ে অধোদেশ থেকে জল আনয়ন করেছিলেন। অর্থাৎ প্রাকৃতিক জলের অভাবে খরা দেখা দিলেও কৃষিকার্যের উপযুক্ত জলের যথেষ্ট ব্যবস্থা সেকালে হয়েছিল। বলা বাহুল্য, উক্ত পদ্ধতিগুলি আধুনিক কৃষি পদ্ধতিতেও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। কৃষিকার্যে জল সরবরাহের এহেন উন্নত পরিকাঠামো যে সেই সময়ের সুদৃঢ় ও সুপরিকল্পিত কৃষি ব্যবস্থাপনাকেই ইঙ্গিত করে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এখনও রাজস্থানের মতো শুষ্ক অঞ্চলে কূপে সংরক্ষিত জলের সাহায্যে কৃষিকার্যের উদাহরণ সুপ্রচুর।

বৈদিক যুগে জমি কর্ষণ ও অন্যান্য কৃষিকার্যে বলদ (ঋগ্‌বেদ, ৪/৫৭/৪) এবং ঘোড়া (ঋগ্‌বেদ, ৪/৫৭/১ ও ১০/১০১/৭) ব্যবহৃত হত। আধুনিক ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্রই এখনও লাঙ্গল করা, শস্য বহনের কার্যে বলদের ব্যবহার সুপ্রচলিত। যদিও কৃষিকার্যে ঘোড়ার ব্যবহার আর হয় না। তবে ইউরোপে এখনও ঘোড়ার ব্যবহার রয়েছে।

ভূমি কর্ষণ, উপযুক্ত জল সরবরাহের পর আসে ক্ষেত্রে সুপক্ক শস্য রক্ষার পালা। বৈদিক যুগে সেদিকেও ছিল সজাগ দৃষ্টি। ঋগ্‌বেদের ১০/৬৮/১ মন্ত্রে বলা হয়েছে, ক্ষেতের শস্য রক্ষা করবার জন্য ক্ষেতরক্ষক সময়ে সময়ে উচ্চস্বরে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 96
Website: https://tirj.org.in, Page No. 859 - 862
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

চিৎকার করত। দৃষ্টান্তটি আধুনিক সময়ের কাকতাড়ুয়া, টিন পেটানো বা জাল দ্বারা শস্যক্ষেত্র আচ্ছাদনের কথা মনে করিয়ে দেয়।

বৈদিক সাহিত্যে ছত্রে ছত্রে কৃষিকেন্দ্রিক বৃত্তির এবং কৃষিকার্যের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে বহুল প্রশংসা করা হয়েছে। সেই অকুণ্ঠ প্রশংসার দৃষ্টান্তগুলি কৃষির প্রতি বৈদিক সমাজের গভীর ভালোবাসা স্পষ্ট করে। এদের মধ্যে দু-একটি উল্লেখ করা যেতে পারে—

- যাঁরা কৃষিকার্য করেন তাঁরা শ্রমশীল জীবন অতিবাহিত করেন। শ্রমনির্ভর কৃষিকার্যের ফলে শরীরে রোগ আক্রমণ করতে পারে না। আর নিঃরোগ শরীরের অধিকারী ব্যক্তির মনে কোনো মলিনতা স্থান পায় না।[২]
- কৃষিপ্রধান জীবনে গোরু, ঘোড়া (অর্থাৎ পশুসম্পদ), ধনসম্পদের কোনো অভাব হয় না।[৩]
- বিখ্যাত অক্ষসূক্তে (ঋগ্‌বেদ, ১০/৩৪) দ্যূতক্রীড়া ও কৃষিকার্যের তুলনামূলক মূল্যায়ন লক্ষ্যণীয়। এই সূক্তে দ্যূতক্রীড়ার নিন্দা ও কৃষিকার্যের অকুণ্ঠ প্রশংসা ঘোষিত হয়েছে—

‘অক্ষৈর্মা দীব্যঃ কৃষিমিৎ কৃষস্ব
বিত্তে রমস্ব বহু মন্যমানঃ।
তত্র গাবঃ কিতব তত্র জায়া
তন্মে বি চষ্টে সবিতায়মর্যঃ।।’ (ঋগ্‌বেদ, ১০/৩৪/১৩)

অর্থাৎ পাশা না খেলে কৃষিকাজ করাই শ্রেয়। কৃষিকাজ করলে বহু সম্মান ও বিত্তলাভ হয়। কৃষিকার্যের দ্বারাই গাভী (পশুসম্পদ), জায়া (ভাগ্যশ্রী) লাভ হয়, দ্যূতক্রীড়ায় নয়।

কোনো কোনো মন্ত্রে আবার কৃষির স্তুতিতে সমসাময়িক বিজ্ঞান মনস্কতারও ইঙ্গিত মেলে। যেমন— ঋগ্‌বেদের ৪/৫৭/৫ মন্ত্রে প্রাকৃতিক জল দ্বারা ভূমিসিঞ্চনের প্রার্থনা প্রসঙ্গে সূর্য, মেঘ ও বায়ুর ভূমিকা উল্লিখিত হয়েছে। সূর্যের তাপেই জল বাষ্পীভূত হয়ে দ্যুলোকে যায় এবং মেঘে রূপান্তরিত হয়। বায়ু ঐ মেঘকে কৃষিক্ষেত্রে কর্ষণের উপযুক্ত স্থানে প্রেরণ করে, তার ফলেই বৃষ্টির জলে কৃষিজমি সিক্ত হয়। এই বিষয়গুলির গুরুত্ব অনুভব করেই বোধ হয় ৪/৫৭/৩ মন্ত্রে জল, সূর্য এবং বায়ুর প্রতি মাধুর্যপূর্ণ আচরণের প্রার্থনা করা হয়েছে; যেহেতু জল শস্যকে সরস ও সুপুষ্ট করে। সূর্যের কিরণেই ক্ষেত্রস্থ শস্য পরিপক্ক হয়। আর বায়ুর দ্বারা (বায়ুতে উপস্থিত অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ইত্যাদির দ্বারা) কৃষিজমি অধিকতর উর্বর হয়। এককথায়, বৈদিক যুগে কৃষিসম্বন্ধীয় ধ্যান-ধারণা যথেষ্ট উচ্চস্তরের ছিল বলা যায়।

ঋগ্‌বেদের ৪/৫৭/৭ মন্ত্রে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সর্বযুগোপযোগী বিষয় উত্থাপিত হয়েছে। মন্ত্রে বলা হয়েছে— কৃষি যেন রাজার নিয়ন্ত্রাধীন হয় এবং রাজার প্রবর্তিত নিয়ম অনুসারেই বৈশ্যরা যেন কৃষিকার্য করেন। এই দৃষ্টান্তে কি কৃষি ও কৃষকের সহায়ক নীতি প্রণয়নের কথা বলতে চাওয়া হয়েছে? আধুনিককালে প্রতিটি সভ্য দেশে কৃষক ও কৃষি সম্বন্ধীয় নীতি ও প্রশাসনিক কাঠামো সুনির্দিষ্ট রয়েছে এবং রাষ্ট্র তার সুফল ভোগ করছে। হয়তো বেদের কালেও তা প্রচলিত ছিল বা তা প্রণয়নের দাবি উঠেছিল। এই উদাহরণটি তৎকালীন সমাজব্যবস্থায় কৃষির গুরুত্বের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

আলোচিত দৃষ্টান্তগুলি বিশ্লেষণ করলে সহজেই বোঝা যায় যে, বৈদিক যুগে ভারতবর্ষের আর্থসামাজিক ভিত্তি মূলত কৃষির দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হত। বৈদিক মন্ত্রসমূহে কখনও প্রত্যক্ষভাবে আবার কখনও পরোক্ষভাবে কৃষি ও তৎসম্বন্ধীয় যেসকল তথ্য প্রদর্শিত হয়েছে তা নিঃসন্দেহে অমূল্য। টুকরো টুকরো তথ্যগুলিকে সাজিয়ে নিলে বৈদিক কৃষি পদ্ধতির একটি গৌরবময় অধ্যায়ের রূপরেখা সহজেই চোখে পড়ে। নিঃসন্দেহে তৎকালীন কৃষি ব্যবস্থাপনা ছিল যথেষ্ট উন্নত ও গঠনমূলক। অল্প হলেও কিছু বিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতি ও চিন্তাধারা তাতে অন্য মাত্রা যোগ করেছে। সময় যত এগিয়েছে ভারতবর্ষের কৃষি নির্ভরতা তত বেড়েছে। কৃষিকার্যে এসেছে আধুনিকতার ঢেউ। বেদ-পরবর্তী সময়ে কেবলমাত্র কৃষিনির্ভর সাহিত্যও বিস্তারলাভ করেছে। যেমন— ‘কৃষিপরাশর’, সুরেশ্বরপ্রণীত ‘বৃক্ষায়ুর্বেদ’, শার্ঙ্গধররচিত ‘উপবনবিনোদ’, ‘কৃষিসংগ্রহ’

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 96
Website: https://tirj.org.in, Page No. 859 - 862
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

প্রভৃতি। সবশেষে একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, কৃষিব্যবস্থার আধুনিক চিন্তাভাবনার অনেক বীজই বেদের যুগেই বপিত হয়েছিল।

Reference:

১. ঋগ্‌বেদ, ১/৩/৭
২. তত্রৈব
৩. তদেব, ৪/৫৭/১

Bibliography:

বসু, যোগিরাজ, বেদের পরিচয়ঃ বৈদিক সাহিত্যের ইতিহাস, কলকাতা, ফার্মা কে.এল.প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৯ (প্রথম প্রকাশ ১৯৭০)
ভট্টাচার্য, পরেশ চন্দ্র, সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস ও প্রাকৃত সাহিত্যের ইতিহাস, কলকাতা, জয়দুর্গা লাইব্রেরী, ২০০৯ (প্রথম প্রকাশ ১৯৯৫)
বিশ্বাস, দিধিতি, বৈদিক পাঠসঞ্চয়ন, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ২০১৩
Ṛgvedabhāṣyam. Ed. Swami Jagadiswarananda Saraswati. Comment. Pt. Harisharan Siddhantalankar. Vol. I-VII. Hidon City, Rajasthan : Shree Ghudmal Prahladkumar Arya Dharmartha Nyas, 2009
Dutt, Romesh Chunder. A History of Civilization in Ancient India, Based on Sanskrit Literature: Vedic and Epic Ages, Vol. I. Calcutta (Now Kolkata): Thacker, Spink and Co., London: Trübner and Co., 1889